১৯৪৫-৫৬ খ্রীঃ মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া কীভাবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ও সাথে সাথে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও মিত্রপক্ষভুক্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মারাত্মক শক্তিহীনতা স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়াকে পূর্ব ইউরোপে প্রাধান্য স্থাপনে প্ররোচিত করেছিল। পরবর্তীকালে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে যে বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা কতটা স্ট্যালিনের এই নীতির বিরোধিতার জন্য তা বোঝার জন্য পূর্ব ইউরোপে স্ট্যালিন কর্তৃক প্রাধান্য স্থাপনের ইতিহাস ও তাঁর কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও ধরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক সম্প্রসারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে *Milovan Jelus* তাঁর *"Conversation with Stalin"* গ্রন্থে বলেছেন, স্ট্যালিন মনে করতেন, যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্যই পূর্ব ইউরোপে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি জরুরী ছিল। অনেকের মতে, ইয়াল্টা সম্মেলনে রুজভেল্ট ইউরোপ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলে স্ট্যালিনের সুবিধা হয়। সর্বোপরি পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছিল স্ট্যালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিলের মধ্যে একটি বোঝাপড়ার ফল। যদিও পিটার *ক্যালভোকোরেসি* মনে করেন, স্ট্যালিনের সামরিক সাফল্যের মধ্যেই আসলে সোভিয়েত আধিপত্যবাদের বীজ লুকিয়ে ছিল। তিনি তাঁর *"World Politics, 1945-2000"* গ্রন্থে বলেছেন, এই উৎস কোনও চুক্তির মধ্যে নিহিত ছিল না। জেড *ব্রেজনস্কি* তাঁর *"Soviet Empire : Unity and Conflict"* গ্রন্থে সোভিয়েত নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু *H. Seton Watson* তাঁর *"East European Revolutions"* গ্রন্থে বলেছেন, স্ট্যালিনের সোভিয়েতিকরণের বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই তার জন্য প্রস্তুতি চলেছিল। তাতে সমাজতন্ত্রী আদর্শের যে ভূমিকাই থাকুক না কেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। *John W. Young* ও *John Kent* তাঁদের *"International Relations Since 1945 – A Global History"* গ্রন্থে বলেছেন, সোভিয়েত নীতির আসল উদ্দেশ্য ছিল সেইসব অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা, যেগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তার হস্তচ্যুত হয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব ইউরোপের খনিজ সম্পদ ব্যবহার করে ভেঙে পড়া সোভিয়েত অর্থনীতিকে চাঙা করার ব্যাপারটিও সম্ভবতঃ তাঁর মাথায় ছিল। সোভিয়েতিকরণের পিছনে স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। *John W. Young* ও *John Kent* দেখিয়েছেন, স্ট্যালিন কোনওরকম আপোষপন্থী মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্ট্যালিন পরিচালিত সোভিয়েতিকরণের একটি বিশেষ *'pattern'* লক্ষ্য করা যায়। গঠনতান্ত্রিক বিন্যাসের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পার্থক্য থাকার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সাবধানতা নীতি গ্রহণ করেন। তারা অধিকাংশই নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। সেখানে কমিউনিস্ট দলের অস্তিত্ব থাকলেও তা অত্যন্ত কমজোরী ছিল। পরবর্তীকালে দেশগুলিকে নাৎসী আক্রমণ থেকে স্ট্যালিন রক্ষা করলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও স্ট্যালিন সেইসব দেশে বামপন্থীদের অপ্রতুলতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। হঠাৎ করে উপর থেকে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারত। হাঙ্গেরীতে কতকগুলি রাজনৈতিক দল শক্তিশালী হচ্ছিল। যেমন — *'Small Holders Party'*। পোল্যাণ্ডে ছিল *'Polish Peoples Party'*। স্ট্যালিন পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে *'Peoples Democracy'* নামে জোট সরকার গড়ে তোলেন, যা ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে আদর্শ। এখানে বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার মধ্যে সমঝোতা ছিল। *G. Ionescue*-র ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আকস্মিকভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটালে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সোভিয়েত সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে পশ্চিমী অর্থসাহায্য বন্ধ হতে পারত, যা হত ভেঙে পড়া রুশ অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

পরবর্তী পর্যায়ে স্ট্যালিন এই সমস্ত রাষ্ট্রের সরকার থেকে কমিউনিস্ট বিরোধীদের বহিষ্কৃত করতে উদ্যোগী হন। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল *'Single Party System'*। *ব্রেজনস্কি* দেখিয়েছেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মারফৎ এইসব দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে এমনকি গুপ্তচর বিভাগ ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। 1947-এর জানুয়ারীতে পোল্যাণ্ডের নির্বাচনে কমিউনিস্টগণ বিপুলভাবে জয়লাভ করলে সম্পূর্ণ সোভিয়েত ধাঁচে গড়ে ওঠে *'Polish United Workers Party'*। হাঙ্গেরীর কমিউনিস্টরা কৃষি সংস্কারের দিকে জোর দেন। উপরন্তু লাল ফৌজের উপস্থিতিকে কাজে লাগানো হয়। 1948-এ প্রতিষ্ঠিত হয় *'United Workers Party'*। সোভিয়েত এবং এইসব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য 1947 খ্রীষ্টাব্দে গঠন করা হয় *'Comminform'*। সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা ও শ্রেণীসংগ্রামকে জোরদার করার চেষ্টা করা

হয়। ব্যাপক শিল্পোদ্যোগের প্রবর্তন করা হয়। সর্বোপরি সাময়িকভাবে হলেও একটি মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন গড়ে ওঠে।

1953 খ্রীষ্টাব্দের মার্চে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর পরবর্তী রাষ্ট্রনায়ক ক্রুশ্চেভের সময়ে স্ট্যালিনীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সূত্র ধরে পররাষ্ট্রনীতিতেও পরিবর্তন আসে। 1956 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে 20তম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের গোপন নীতিগুলি ফাঁস করে দেন, যা *'Secret speech'* নামে পরিচিত। পাশাপাশি তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে স্ট্যালিন-বিরোধী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বহুমাত্রিক করে তুলে দলীয় নিয়ন্ত্রণের রাশ আল্গা করে পশ্চিম-বিরোধিতা থেকে সরিয়ে আনা হয়। ঘোষিত হয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সুস্থ প্রতিযোগিতা ও বহুমাত্রায় আস্থাশীল থেকে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের নীতি, যা সংখ্যালঘু রক্ষণশীল কমিউনিস্টদের হতাশ করলেও ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। বার্ণস্টাইনের মতো ভাষ্যকার এই প্রক্রিয়াকে বলেছেন, 'মার্কসবাদের তরলীকরণ'। এই প্রক্রিয়াই *নিস্তালিনীকরণ'* বা *'de-Stalinization'* নামে পরিচিত। ক্রুশ্চেভের আপাত উদার এই নীতির প্রভাব বিদেশ নীতিতেও পড়ার ফলে স্ট্যালিনের আমলে ব্রাত্য *টিটো*-র নেতৃত্বাধীন যুগোশ্লাভিয়াও রাশিয়ার কাছাকাছি এসেছিল। 1956 খ্রীষ্টাব্দেই কমিনফর্মের বিলোপ ঘটানো হয়। ইতিমধ্যে 1955 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে গঠিত ওয়ারশ' চুক্তিজোট যতটা না সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর গড়ে উঠেছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল সমঝোতানির্ভর। তাঁর স্ট্যালিনবাদ বিরোধিতা প্ররোচনা যুগিয়েছিল পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বশাসনের দাবী সম্বলিত গণ আন্দোলনগুলিকে।

পোল্যাণ্ডের নেতৃবৃন্দ তাই সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের আবসান ঘটাতে জাতীয়তাবাদী নেতা *গোমুলকা*-কে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। গোমুলকা পোল্যাণ্ডে নিজস্ব পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী — এই সন্দেহে 1948 খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যালিন তাঁকে বন্দী করেছিলেন। 1956-র জুন মাসে শিল্পনগরী পোজনানে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ ও পোলিশ সরকারের বিরোধিতা করে গণ-আন্দোলন শুরু হয়। মূল স্লোগান ছিল *'Bread and freedom'*। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বুদ্ধিজীবিদের প্রতিবাদ। চেকতোচোওয়া শহরে ক্যাথলিকগণও বিদ্রোহ করেন। *'Polish Communist Party'*-র সম্পাদক সোভিয়েতপন্থী *বোলেশ্লাভ বেইরুত* মারা গেলে সোভিয়েত বিরোধীরা মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ পায়। পোলিশ সেনাবাহিনী গণবিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে রুশ ট্যাঙ্ক আসরে নামে। ইতিমধ্যে *'Polish United Workers Party'*-র সচিব *এডওয়ার্ড ওকাব* দাবী তোলেন গোমুলকাকে দেশের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনতে হবে। গোমুলকা *'First Secretary'* পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তার পর যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি পোল্যাণ্ডের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা দাবী করেন। জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের প্রথম স্বীকার হন সোভিয়েত অনুগ্রহপুষ্ট মন্ত্রী *রাকোসোভস্কি*। সোভিয়েত কর্তৃত্ব সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন। পোলিশ নেতৃত্ব দাবী করেন তাঁরা সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিজেরা মেটাবেন। পোল্যাণ্ডের দাবী ক্রুশ্চেভ মেনে নেন। শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দানের পাশাপাশি জমিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রধানকে মুক্তি দেওয়া হয়। *'Polish Polit Bureau'* ভেঙে গোমুলকাকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

আসলে ক্রুশ্চেভ পোল্যাণ্ড প্রশ্নে বাড়তি ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন না। *পিটার ক্যালভোকোরেসি* মনে করেন, পোল্যাণ্ডে সরাসরি রুশ সেনাকে ব্যবহার করলে পোল্যাণ্ডের জনগণ বিদ্রোহ করতে পারত এবং এর প্রভাব অন্য দেশে ভালো হত না। ফলে কমিউনিস্টদের মধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারত। তাছাড়া গোমুলকা সোভিয়েত মৈত্রী বিরোধী ছিলেন না, বরঞ্চ মনেপ্রাণে ছিলেন মার্কিন বিরোধী। বৈদেশিক নীতির প্রশ্নেও সোভিয়েত পরামর্শ শোনার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। শুধু তাঁর হাত ধরে প্রবেশ করেছিল কিছু মুক্ত বাতাস, সুনিশ্চিত হয়েছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

হাঙ্গেরীর পরিস্থিতি ছিল পোল্যাণ্ডের তুলনায় কিছুটা আলাদা ও বেশ জটিল। স্ট্যালিনের মৃত্যু হলে হাঙ্গেরীতে স্ট্যালিনপন্থী নেতা *রাকোসি* বাধ্য হয়ে উদারপন্থী নেতা *ইমরে নেগি*-কে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর পিছনে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী নেতা ম্যালেনকভের পরোক্ষ মদত ছিল। দু'বছর পর ম্যালেনকভের ক্ষমতা হ্রাস পেলে সোভিয়েত নির্দেশে হাঙ্গেরীর কমিউনিস্ট পার্টি *ইমরে নেগি*কে ক্ষমতাচ্যুত করে রাকোসিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। রক্ষণশীল রাকোসি-সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ বাড়তে থাকে। অন্ততঃ 2000 মানুষ প্রাণ হারান এবং 20,000 মানুষ কারাগার অথবা *কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প*-এ নিক্ষিপ্ত হয়। ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার টিটোকে সন্তুষ্ট করতে ক্রুশ্চেভের নির্দেশে রাকোসি ক্ষমতা ত্যাগ করেন। *ইমরে নেগি* প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ক্যালভোকোরেসির মতে, নেগি টিটোর ন্যায় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হন। ছাত্র আন্দোলনের সূত্র ধরে 1956-র 22শে অক্টোবর নেগি সর্বোচ্চ ক্ষমতায় উন্নীত হন। ছাত্র সমাজ পোল্যাণ্ড বিপ্লবের সমর্থনে এবং দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সোভিয়েত প্রভুত্বের অবসান প্রভৃতি দাবীতে বিক্ষোভ চালাতে থাকে। নতুন উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী রোমান ক্যাথলিক নেতা মিনজেনসিকে মুক্তি দেওয়া হয়। সরকারে অকমিউনিস্ট দলের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতা রক্ষা ও সোভিয়েত সেনা অপসারণের প্রতিশ্রুতিও নেগি আদায় করেছিলেন।

কিন্তু পয়লা নভেম্বর নেগি হঠাৎ ঘোষণা করেন, হাঙ্গেরী ওয়ারশ' চুক্তি থেকে সরে আসবে এবং নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে। তিনি একদলীয় শাসনের অবসান ও অবাধ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে সেনা প্রত্যাহারের দাবী করলেন। ক্রুশ্চেভ প্রমাদ গুনলেন, কারণ এইসকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে হাঙ্গেরী কার্যত একটি অকমিউনিস্ট বুর্জোয়া প্রকৃতির গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটবে। ফলে অন্যান্য সোভিয়েত উপগ্রহ-রাষ্ট্রগুলি এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। উপরন্তু এই পরিস্থিতিতে মিউনিখ থেকে সমপ্রচারিত বেতারকেন্দ্র মারফৎ বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করা হয়। মার্কিন সেক্রেটারী অফ স্টেট *জন ফস্টার ডালেস* ঘোষণা করেন যে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থানে নিরপেক্ষ থাকা অত্যন্ত অন্যায়। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে সোভিয়েত নেতৃত্বের দ্বিধা থাকলেও যখন শোনা গেল হাঙ্গেরীতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অত্যাচার চালানো হচ্ছে, তখন 4ঠা নভেম্বর সোভিয়েত সেনাবাহিনী হাঙ্গেরী আক্রমণ করে। নেগি রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করেও কোনও সাড়া পাননি। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিও সুয়েজ সঙ্কটজনিত সমস্যায় জড়িয়ে ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের সাবধানী নীতির ফলে ডালেসও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সম্ভবতঃ আসন্ন নির্বাচনও মার্কিনী নীতিকে প্রভাবিত করেছিল। একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করবে না। এই ধারণা চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণে ইন্ধন জুগিয়ে থাকতে পারে। ইতিমধ্যে জেনস কাদারকে ফার্স্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। 1958-তে নেগিকে হত্যা করা হয়।

পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর মতো রাষ্ট্রগুলির উপর সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা স্ট্যালিন দ্বারা আরোপিত ব্যবস্থা তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করেছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনাও জোরালো হচ্ছিল। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিদের আন্দোলন স্বাধীনতার চেতনাকে জোরদার করেছিল। তাছাড়া পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমে খারাপ হয়ে আসছিল। ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য *'COMECON'* গঠন করা হলেও অবস্থার বড় কোনও হেরফের হয়নি। আসলে তা ছিল সোভিয়েত আধিপত্য প্রতিষ্ঠারও অপর এক অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং বলা যেতে পারে, পোল্যাণ্ড বা হাঙ্গেরীর মতো দেশগুলি এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য হাঁফিয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ নিস্তালিনীকরণ শুরু না হলেও তাদের ক্ষোভের আগুন পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলত। স্ট্যালিনবাদ বিরোধী বাতাবরণ এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল বা বলা যায় অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করে দিয়েছিল। স্ট্যালিনর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যে কট্টর পন্থা, তার মধ্যেই পরবর্তীকালের অশান্তির বীজ লুকিয়েছিল।

পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের ফলাফল প্রসঙ্গে সোভিয়েত ব্লকে বহুকেন্দ্রিকতার প্রশ্নটি এসে যায়। ইতালীয় কমিউনিস্ট *পালমিরো টগলিয়াট্টি* প্রথম *'বহুকেন্দ্রিকতা'* শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এর অর্থ বলতে তিনি বোঝান, মার্কসবাদের একটি কেন্দ্রের বদলে একাধিক কেন্দ্রের সৃষ্টি। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক প্রভাব ছিল অপরিসীম। *ডেভিড টমসন* বলেছেন, হাঙ্গেরীর ব্যর্থ ও রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহ পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সতর্ক করেছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও হাঙ্গেরীর ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা কঠোরভাবে ব্যক্ত করেন। ফলে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর মানুষ কমিউনিজ্‌ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। সোভিয়েত ব্লকে থেকেও অতঃপর পোল্যাণ্ডের মানুষ ও কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নিজস্ব পন্থায় কমিউনিজ্‌মকে ব্যাখ্যা করার অধিকার লাভ করে। শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় এবং যৌথ খামারীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। ইতিপূর্বেই যুগোস্লাভিয়া তার নিজস্ব পন্থায় কমিউনিজ্‌মকে কার্যকরী করার ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছিল। এই ব্যবস্থা যে বিশের দশকের স্ট্যালিনীয় *'Socialism in one country'*-র ধারণার বিপরীত রূপ। সুতরাং এই ঘটনা সোভিয়েত লক্ষ্য সমপর্কে মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল এবং *'Polycentrism'* বা বহুকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়েছিল বলা যায়।